বাংলাদেশে এম.টি.এ'র কার্যক্রম

- মোহাম্মদ নূরুল হক

বাংলাদেশে এমটিএ থেকে সর্বপ্রথম ধারণকৃত হুযূর (আইঃ) -এর খুতবা দানরত ছবি

৭৮তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা বের হবে সেই জন্য অডিও ভিডিও বিভাগের (এমটিএ) সেক্রেটারী হিসাবে আপনাদের কিছু বিষয় জানাবার সুযোগ নিতে চাই। ১৯৯২ সালের মাঝামাঝি সময়ে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম আমীরুল মু'মিনীন সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর উদ্যোগ ও নির্দেশনায় স্বল্প পরিসরে 'মুসলিম টিভি আহমদীয়া' (এমটিএ) তার যাত্রা শুরু করে। তখন শুধু মাত্র ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যেই এর সম্প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরের দিকে রাশিয়ান স্যাটেলাইট 'ষ্টেশনার-থ্রি'র মাধ্যমে এশিয়া তথা বাংলাদেশেও এর সম্প্রচার শুরু হয়। সময় ছিল প্রতি শুক্রবার সপ্তাহে একদিন, মাত্র দেড় ঘন্টা। শুধু মাত্র হুযূর (আইঃ) মসজিদে ফযল লন্ডন থেকে জুমুআর খুতবা প্রদান করতেন আর তা সরাসরি সম্প্রচার করা হ'ত, যা শুধু ডিশ এন্টেনার মাধ্যমেই দেখা যেত। হুযূর (আইঃ)-এর দপ্তর থেকে বাংলাদেশকে জানানো হ'ল 'এমটিএ' দেখার ব্যবস্থা করতে। তখন সেক্রেটারী অডিও-ভিডিও জনাব এ, কে, রেজাউল করীম এবং খাকসার বিভিন্ন ডিশ এন্টেনা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ শুরু করি। কিন্তু এখানকার ডিশ এন্টেনা সরবরাহকারী আমাদের স্যাটেলাইট সম্বন্ধে ধারণা না থাকার দরুন, আমাদের কোন সাহায্যই করতে পারলেন না। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে হুযূর (আইঃ)-কে ন্যাশনাল আমীর সাহেব অবহিত করেন। আমরা সবাই দোয়া করতে লাগলাম, অতি সত্বর যেন হুযূর (আইঃ)-এর সরাসরি খুতবা জুমুআ বাংলাদেশে বসে দেখতে পারি। এরই মধ্যে হুযূর (আইঃ)-এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে মোহতারম হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ সাহেব বাংলাদেশে আসেন এবং এমটিএ সম্পর্কে জানতে চান। ন্যাশনাল আমীর ও সেক্রেটারী অডিও -ভিডিও সাহেব এ বিষয়ে তাঁকে বিস্তারিত জানান এবং দোয়ার আবেদন করেন। ঠিক তার পরের দিন সকালে খাকসার পত্রিকা হাতে নিয়ে একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পাই। তাতে লেখা ছিল, যে কোন ধরনের ডিশ এন্টেনা সরবরাহ করছেন 'তানিন বাংলাদেশ'। আমি তাৎক্ষণিকভাবে সেক্রেটারী সাহেবকে বিষয়টি অবহিত করি। তিনি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেন। সেই মোতাবেক তাদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে আমাদের এমটিএ ও স্যাটেলাইটের বিবরণ প্রদান করি। 'তানিন বাংলাদেশ' এর ডাইরেক্টর তুহিন সাহেব বিষয়টি খুব মনোযোগের সঙ্গে শোনেন এবং আগ্রহ ভরে তাদের অফিসে আমাদের দাওয়াত করেন। তিনি এ-ও বলেন, 'আমাদের কাছে রিমোট কন্ট্রোল ডিশ এন্টেনা রয়েছে- পৃথিবীর যে কোন স্যাটেলাইট আমরা আনতে পারব।' বিষয়টি হাফেয সাহেবকে জানানো হ'ল। তিনি দোয়া করলেন এবং ঠিক হলো শুক্রবারে বিকাল ৫টায় আমরা র‍্যাংকিন ষ্ট্রীটে (ওয়ারী) তাদের অফিসে যাব। সময়টা তুহিন সাহেবকেও জানিয়ে দিলাম। আমরা দু'টি মাইক্রোবাস নিয়ে মোহতারম হাফেয মুযাফ্ফর আহমদের নেতৃত্বে তৎকালীন এডিশনাল আমীর মোকাররম তবারক আলী, সেক্রেটারী, এ, কে রেজাউল করীম সাহেব, জনাব সাহাবুদ্দিন, বশির উদ্দিন আফজাল খান চৌধুরী, শামসুল হক, মেজর আকরাম আহমদ, শহীদ নান্নু ও খাকসার সহ প্রায় ১০ জন ঠিক সন্ধ্যা পাঁচটার সময় তাদের অফিসে পৌঁছি। সন্ধ্যা ৬টা থেকে হুযূর (আইঃ)-এর খুতবা শুরু হবে। সামান্য আপ্যায়নের পর তুহিন সাহেব 'এমটিএ' আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু নীচে থেকে এডজাস্ট করতে পারলেন না, তাই বিনয়ের সঙ্গে আমাদের দশতলার ছাদে যেতে অনুরোধ করলেন। আমরাও অপেক্ষা না করে তার সাথে চলে গেলাম দশতলার ছাদে। সময় তখন ৬টা বেজে কয়েক মিনিট। সবাই আগ্রহভরে টিভি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দোয়ায় রত আছি। এরই মাঝে হঠাৎ হুযূর (আইঃ)-এর খুতবা রত ছবি ও এক ঝলক আওয়াজ এসে চলে গেল। আমরা সবাই আনন্দিত হয়েও হতাশ হয়ে গেলাম। তুহিন সাহেব আমাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ঘাবড়াবেন না- কিছুক্ষণের মধ্যেই ছবি আসবে-ইনশাআল্লাহ্'। তার ৫ মিনিট পরেই হুযূরের স্পষ্ট ছবি ও আওয়াজ আমরা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছি। মহান আল্লাহ্তাআলার দরবারে সবাই শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। ডিসেম্বরের প্রচন্ড শীতের মধ্যেও দশতলার ছাদে হাফেয সাহেব বসে পড়লেন। সাথে আমরাও বসে পড়লাম। টিভির স্ক্রীনের এক কোণে লেখা রয়েছে 'মুসলিম টিভি আহমদীয়া'। কার কাছে কী মনে হয়েছিল জানি না- আমার কাছে সেই সময়টা ছিল এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। কারণ আল্লাহ্তাআলা তার মসীহ্র সাথে ওয়াদা করেছিলেন, 'আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব'। তার সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বচক্ষে দর্শন করলাম। আমাদের সবার মন আনন্দে বিহ্বল। সবাই খুতবার দিকে মনোযোগী হ'লাম। সন্ধ্যা ৭টার ঐদিনের খুতবা শেষ হ'ল। টিভির পর্দায় ভেসে এল একটি লেখা- 'বিগত শক্রবারের খুতবা যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য প্রচার করা সম্ভব না হওয়ায় এখন তা পুনঃ প্রচার করা হবে।' হাফেয সাহেব হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং বললেন 'গত খুতবাটা আমিও মিস করেছিলাম আল্লাহ্তাআলার কী শান! আজ দুটো এক সাথে দেখতে পাচ্ছি। কতই না ভাগ্যবান আমরা আহমদীয়তের এই নতুন ইতিহাসকে কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি'। ঠিক ৮টার সময় আমরা ছাদ থেকে নেমে নীচে তাদের অফিসে এলাম। আবার আপ্যায়নের পর চারটি ডিশ এন্টেনার অর্ডার দেয়া হ'ল। প্রতিটির মূল্য ৪০,০০০/= (চল্লিশ হাজার) টাকা। সে সাথে এ-ও ঠিক হ'ল আগামী শুক্রবার ৪নং বকশী

এমটিএ'র কলা-কৌশলীদের মাঝে সেক্রেটারী ও এমটিএ ইনচার্জ

বাজার রোড দারুত তবলীগে প্রথম ডিশ এন্টেনা লাগানো হবে। এরই মাঝে 'এমটিএ' বাংলাদেশে আসার কথা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত জামাতে। শুক্রবারে দারুত তবলীগে ডিশ স্থাপিত হ'ল বিকাল ৩টার মধ্যেই। বিভিন্ন জামাত ও ঢাকার আহমদীরা হুযূরের জুমুআর খুতবাকে সরাসরি দর্শনের জন্য দলে দলে আসতে লাগল। বিকাল ৫টার মধ্যে হল রুম কানায় কানায় ভরে গেল। এরই মাঝে তুহিন সাহেব আরেকজন ইঞ্জিনিয়ারকে সাথে নিয়ে সমস্ত কিছু ঠিক ঠাক করে ফেললেন এবং ৬টা বাজার ১০ মিনিট আগেই সিগন্যাল পেয়ে গেলেন। ঠিক ৬টায় হুযূর (আইঃ) খুতবা শুরু করলেন। সেক্রেটারী সাহেব হাতে লিখে একটি ফ্যাক্স বার্তা হুযূরের নিকট পাঠালেন। এতে লেখা ছিল, 'হুযূর! আজকের এই খুতবা জুমুআয় বাংলাদেশের জামাতও শামিল আছে।' সবাই বিস্ময়ভরে লন্ডনের ফযল মসজিদে হুযূর (আইঃ)-এর খুতবা প্রাণভরে দেখলাম ও শুনলাম এবং সবার চোখ মুখ ছিল আনন্দে ভরপুর। এরপর মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব, সদর মুরব্বী খুতবার বাংলা অনুবাদ করে শোনালেন সবাইকে। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, হাফেয সাহেবকে অনুরোধ করলেন দোয়া করার জন্য। সবাই দোয়াতে শামিল হ'লাম। সবাই এক সপ্তাহের রূহানী খোরাক নিয়ে ঘরে ফিরে গেলাম মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে। ঐ দিন থেকে শুরু হ'ল বাংলাদেশে এমটিএ দেখার পালা। পর্যায়ক্রমে পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, আহমদনগর ও তারুয়া জামাতে এক মাসের মধ্যেই আরো তিনটি ডিশ স্থাপিত হ'ল। তারাও শামিল হ'ল এমটিএ'র কাফেলায়। তার কয়েকদিন পরে হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশে বাংলাদেশে 'এমটিএ'র ডিশ এন্টেনা তৈরি, প্রশিক্ষণ এবং সঠিকভাবে স্থাপনের জন্য মোহতারম রশিদ খালেদ ও বাশারত আহমদ খান (ডিশ মাষ্টার) বাংলাদেশে আসেন। তাঁরা এসে প্রায় একমাসব্যাপী ৫০টি জামাতের ৬০ জন খাদেম ও আনসারকে সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণ দান করেন হাতে কলমে। তাদের দিয়ে ২০টি ডিশ এন্টেনা তৈরী করান হয় এবং বিভিন্ন জামাতে স্থাপন করা হয়। এই রিপোর্ট পেয়ে হুযূর (আইঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হন।

তারপর থেকে আজ ২০০২ সালে এসে প্রায় ১১০টি জামাতী ও ব্যক্তিগত ডিশ এন্টেনা স্থাপিত হয়েছে। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, ইনশাআল্লাহ্।

১৯৯৩ সালের ৭ই জানুয়ারী এমটিএ ইন্টার-ন্যাশনাল স্যাটেলাইট টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ১২ ঘন্টায় উন্নীত করা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ ৪নং বকশীবাজার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের হল রুমে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ১২ ঘন্টার অনুষ্ঠান সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। এই অনুষ্ঠানে দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন এবং তারা প্রায় দুই ঘন্টা হুযূরের জুমুআর খুতবাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

ডিজিটাল রিসিভার ও ডিস এন্টেনা মেইন্টেন্যান্স কোর্সে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

এরই মাঝে হুযূর (আইঃ)-এর কাছ থেকে একটি দিক্-নির্দেশনা আসে এবং এক ঘন্টা করে স্থানীয় বাংলা প্রোগ্রাম তৈরী করে পাঠাতে বলা হয়। সঙ্গে প্রোগ্রাম তৈরীর একটি গাইড লাইনও দেয়া হয়। সর্বপ্রথম আমাদের বলা হ'ল, কুরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত ও তার বাংলা অনুবাদের ভিডিও চিত্র ধারণ করে পাঠাতে হবে। আমরা ঘাবড়িয়ে গেলাম। যন্ত্রপাতি বলতে আমাদের রয়েছে জনাব মীর মোবাশ্বের আলী সাহেবের দেয়া একটি পুরাতন মডেলের M-5 VHS ভিডিও ক্যামেরা আর জনাব ফারুক সাহেবের দেয়া দু'টি ভাঙ্গা ক্যামেরা ষ্টান্ড ও একটি সানগান। এ দিয়ে কীভাবে কাজ শুরু করব- বুঝতে পারছিলাম না। আমি ক্যামেরাম্যান মাযহারুল হক শাহীনকে বললাম, 'ক্যামেরাটা ফিট করে কুরআন শরীফ সামনে রেখে ক্যামেরার মাইক্রো ল্যান্সের সাহায্যে আরবী অক্ষরগুলো স্পষ্ট টিভি স্ক্রীনে আসে কি-না পরীক্ষা করো।' সেইভাবে যথারীতি পরীক্ষা করা হ'ল। অক্ষরগুলো স্পষ্টই টিভি স্ক্রীনে ফুটে উঠল। সেক্রেটারী অডিও-ভিডিও (এমটিএ) জনাব এ. কে. রেজাউল করীম আমাদের বুঝালেন কীভাবে অনুষ্ঠানটি তৈরী করতে হবে। আমরা আলোচনারত অবস্থায় সেখানে সেক্রেটারী যিয়াফত জনাব সামসুল হক সাহেব আমাদের একটি কাঠের মেশিন তৈরী করে দেয়ার ধারণা দিলেন। যেটা ৫ ফুট উঁচু এবং পার্শ্বে ২ ফুট। উপরে এবং নীচে দু'টি রোলার থাকবে- তার মধ্যে একটি হ্যান্ডেল থাকবে- যা ঘুরিয়ে নীচের ভাগের রোলারের যে কাগজ প্যাঁচানো থাকে তা উপরে চলে আসবে। সেই মোতাবেক জনাব সামসুল হক সাহেব দু'দিনের মধ্যেই সুন্দর ঐ যন্ত্রটি বানিয়ে নিয়ে আসলেন। আমরা কুরআন শরীফ থেকে বড় করে ফটোস্ট্যাট করে ঐ মেশিনটির নীচের রোলারে কয়েকটি পাতা একত্রে পেষ্টিং করে উপরের রোলারের সাথে পেষ্টিং করে দিলাম। তারপরে এর মাঝামাঝি অবস্থায় ক্যামেরার ফ্রেমিং করা হ'ল একটি সানগান জ্বালিয়ে। ক্যামেরার পিছনে একটি টেবিল নিয়ে মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, সদর মুরব্বী এবং করীম সাহেব বসলেন। তাদের সামনে একটি মাইক্রোফোন দেয়া হ'ল এবং বলা হ'ল ঐ মেশিনে সেটিং করা যে আয়াত ও তরজমা রয়েছে মাওলানা ফিরোজ

আলম সাহেব তেলাওয়াত করার পর, করীম সাহেব তার বাংলা অনুবাদ করবেন। তারপরে ক্যামেরা বন্ধ করে আরেকটি আয়াত শুরু করা হয়। ১৮ই এপ্রিল, ১৯৯৩ সালে ঐভাবেই বর্তমান অডিও-ভিডিও অফিসে আমরা প্রায় তিন রুকূ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও তার অনুবাদ রেকর্ড করলাম। আমরা সবাই বসলাম, কী কাজ করলাম তা স্বচক্ষে দেখার জন্যে! ভিসিআর এর মাধ্যমে ঐ ক্যাসেটটি লাগানো হ'ল, শুরুতেই মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের তেলাওয়াতের সুরে আমরা সবাই মুগ্ধ হ'লাম। বাংলা অনুবাদও ভাল হ'ল। আল্লাহ্তাআলার নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম।

দারুত তবলীগে নানা কারণে এ কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না বলে আমরা মোহাম্মদপুরে জনাব এ. কে. রেজাউল করীম সাহেবের বাসার তিন তলায় একাধারে ১৫ দিন কাজ করি। জায়গার বড় অভাব ছিল। নানা প্রকার শব্দের জন্য রেকর্ডিং করা যেত না। কিছুদিন তিনতলার গেষ্ট হাউজেও কাজ করতে হয়েছে। প্রচন্ড গরমের মধ্যে এ কাজ করতে হ'ত। সামনে এক হাজার ওয়াটের একটি সানগান জ্বলত। এতে করে সবারই গায়ের কাপড় খুলে ফেলতে হ'ত। প্রচন্ড গরমে সবাই ছটফট করতাম। চেহারা দেখে বুঝা যেত-কিন্তু মুখ ফুটে ঘূর্নাক্ষরেও কেউ কিছু বলতেন না। মোকাররম মাওলানা সাহেব, সেক্রেটারী সাহেব সহ অত্র টিমে যারা ছিলেন এ কষ্টকে তারা নেয়ামত হিসাবেই নিয়েছিলেন। আমি আজকে এই নেক কাজের জন্য তাদেরকে স্মরণ করি।। এমটিএ বাংলাদেশের প্রাথমিক যুগে যার সর্বতোভাবে কাজ করেছেন তারা হলেন ক্যামেরাম্যান মাযহারুল হক শাহীন, এ কে শাসুদ্দোহা করীম, নিয়াজ মোহাম্মদ, আলীমুল হক তনু। সার্বিকভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে মোকাররম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্, শাহ্ মোঃ আব্দুল গনি, ইব্রায়েতুল হাসান, মোহাম্মদ আহমদ তপু, আহমদ সাকেব মাহমুদ, এনামুর রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রায় এক মাসের চেষ্টার পর এভাবে আমরা একটি তিন ঘন্টার পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ভিডিও ক্যাসেট (VHS) সম্পন্ন করলাম এবং কাজটি করতে পেরে সবাই আনন্দ বোধ করলাম।

ইব্রায়েতুল হাসান সাহেবকে দায়িত্ব দেয়া হ'ল ক্যাসেটটি 'ই এম এস' এর মাধ্যমে হুযূরের খেদমতে পাঠাবার। যথারীতি ক্যাসেট পাঠানো হ'ল। সাধারণতঃ এই প্রক্রিয়ায় কাজটি কম্পিউটার গ্রাফিক্স এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু দায়ে পড়ে আমরা একটি কাঠের মেশিনকেই কম্পিউটার হিসাবে ব্যবহার করলাম। এই গোটা কাজটির সফলতার পিছনে আমাদের সেক্রেটারী অ,ভি করীম সাহেবের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং সঠিক নেতৃত্বই এর সফলতার পেছনে কাজ করেছে। বলতে গেলে আমাদের কারোরই এই মিডিয়া প্রোগ্রাম সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। তবে খলীফায়ে ওয়াক্তের দোয়া আমাদের সাথে ছিল বলে আমরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছি। ১৯৯৩ সনে মরিশাসে প্রদত্ত খুতবায় হুযূর বলেন ঃ সর্বপ্রথম Edit করা ক্যাসেট প্রেরণে বাংলাদেশ প্রথম হয়েছে।

বর্তমান ও বিগত অডিও ভিডিও সেক্রেটারীসহ এমটিএ কর্মীবৃন্দ

এখানে উল্লেখ্য, সমস্ত দুনিয়া থেকে যখন কুরআন তেলাওয়াতের ক্যাসেট হুযূর (আইঃ)-এর নিকট (লন্ডনে) এসে পৌছাল হুযূর তখন দেখলেন, তিনি যে গাইড লাইন দিয়েছিলেন একমাত্র বাংলাদেশ ব্যতিরেকে কেউ সে গাইড লাইন ফলো আপ করতে পারেন নি। হুযূর আকদস (আইঃ) একদিন মুলাকাত অনুষ্ঠানে বিষয়টি বলেই ফেল্লেন- সারা দুনিয়া থেকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ক্যাসেট এসেছে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যতীত কেউই সঠিকভাবে তৈরী করতে পারে নি। হুযূর তখন নির্দেশ দিলেন বাংলাদেশ থেকে পাঠানো ক্যাসেটটি এমটিএতে দেখানোর জন্য। তখনই মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের সুললিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং সাথে করীম সাহেবের বাংলা অনুবাদ টিভি স্ক্রীনে ভেসে এল। হুযূর কিছুক্ষণ শোনার পর মোকাররম ফিরোজ আলম সাহেবের তেলাওয়াতের ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং বললেন, 'হৃদয় স্পর্শ করে'। এই দৃশ্য এমটিএ'র মাধ্যমে স্বচক্ষে দর্শন করলাম। আর হুযূর (আইঃ) সারা দুনিয়ার জামাতগুলিকে এই আঙ্গিকে কাসেট তৈরীর নির্দেশ দিলেন। হুযূরের মুখে বাংলাদেশের তেলাওয়াতের প্রশংসা শুনে আমরা নিজেকে বাঙ্গালী হিসাবে গর্ববোধ করলাম এবং পরম করুণাময়ের নিকট (সদকা দিয়ে) কৃতজ্ঞতা জানালাম।

এরই মধ্যে আরেকটি সার্কুলার এল কেন্দ্রীয় এমটিএ থেকে। আসন্ন 'ঈদ উল ফিতর' উপলক্ষ্যে এমটিএ'র জন্য শিশু ও কিশোর কিশোরীদের নিয়ে একটি ঈদের ভ্যারাইটি অনুষ্ঠান তৈরী করতে হবে। চিঠিটা যখন আমার হাতে পৌছালো আমাদের সেক্রেটারী রেজাউল করীম সাহেব তখন বগুড়ায় তাঁর কর্মস্থলে অবস্থান করছিলেন। সামনে সময় মাত্র ১৫ দিন ছিল। আমি রাতের মধ্যেই টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু পরামর্শ নিলাম এবং পরের দিনের মধ্যে অনুষ্ঠান তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। ছোট বাচ্চাদের (আতফাল ও নাসেরাত) দিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গান 'ও মন রমযানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ' সহ কয়েকটি কোরাস, নযম জামাতের প্রদর্শনী কক্ষে স্টুডিওর মত করে রেকর্ডিং করে ফেললাম। পরবর্তীতে চন্দ্রিমা উদ্যানে গিয়ে শিশু ও কিশোর কিশোরীদের নানা রকম এ দেশীয় ছড়ার মাধ্যমে খেলাধূলা রেকর্ড করালাম। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের প্রখ্যাত খেলা 'অপেনটি বায়োস্কোপ' ছিল এর বিশেষ আকর্ষণ। এই অনুষ্ঠানে আজকের কেন্দ্রীয় এমটিএ'র সূচনা সঙ্গীত গায়িকা 'শওকত'ও শিশু শিল্পী হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঐ ঈদের অনুষ্ঠানে যারা অংশ নিয়েছিল তারা সবাই এখন পরিণত বয়সী। এই পুরো ঈদের অনুষ্ঠানটি তৈরীতে যারা সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করেন ক্যামেরাম্যান হিসাবে মাযহারুল হক শাহীন, শামসুদ্দোহা করীম, নওশাদ সাঈদ।

অনুষ্ঠানটি তৈরীতে আরো সহযোগিতায় ছিলেন নাজমুল হক সুমন, আতাউল করীম (জয়), বেলাল আহমদ তুষার, জারিউল্লাহ্ সাদেক

শাহীন, আহমদ সাকেব মাহমুদ, হাবিবুল্লাহ্ সাদেক (টোটন)। আল্লাহ্তাআলা তাদের আরো জামাতী খেদমত করার তৌফীক দিন।

এই ঈদের অনুষ্ঠানটিও হুযূর (আইঃ)-এর প্রশংসা লাভ করে। বিশেষ করে হুযূর বাচ্চাদের এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'বাংলাদেশের ঈদের অনুষ্ঠানটি চমৎকার। বিশেষ করে 'অপেনটি বায়োস্কোপ' খেলাটি সম্পর্কে হুযূর হাত নাড়িয়ে উর্দূতে বুঝাতে চেষ্টা করেন এবং 'গলায় পড়াব মুক্তার মালা' কথাটি বার বার উচ্চারণ করছিলেন। এই খেলাটির নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল হাদী সাহেবের বড় মেয়ে 'শওকত' ও সেক্রেটারী যিয়াফত জনাব সামসুল হক সাহেবের মেয়ে 'তানিয়া'।

চন্দ্রিমা উদ্যানের স্যুটিং শেষ করেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর শুনে করীম সাহেব ঐ দিন দ্রুত ঢাকায় এসে প্রায় ৩/৪ দিনে ক্যাসেটটি তিনি এবং তার বড় ছেলে 'এনাম' দিনরাত পরিশ্রম করে এডিটিং করে কেন্দ্রে পাঠান। পরিবর্তীতে আরো অনেক অনুষ্ঠান পাঠানো হয় যার বেশির ভাগই প্রচারিত হয়েছে এবং কিছু ব্রডকাষ্টিং কোয়ালিটির জন্য প্রচার করা সম্ভব হয় নি।

১৯৯৬ সালের প্রথমদিকে 'এমটিএ' ২৪ ঘন্টাব্যাপী সম্প্রচার শুরু করে। তখন খাকসার অত্র দপ্তরের সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি। শুরুতে কিছু কারণে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি অনুষ্ঠান তৈরী করে পাঠাতে সক্ষম হই। এর পরে হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশে মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী 'এমটিএ ইনচার্জ' হিসাবে খাকসারের সাথে কাজ শুরু করেন। এরই মাঝে আমরা একটি বিরাট টিম তৈরী করে কাজে নেমে পড়লাম। বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয়, পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক, স্বাস্থ্য বিষয়ক খেলাধূলা, ডকুমেন্টারী প্রোগ্রাম তৈরী হ'তে থাকল, সেই সাথে তৈরী হ'তে থাকল নুতন নতুন নিষ্ঠাবান কর্মী। 'এমটিএ' বাংলা বিভাগের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষাভাষী আহমদী ভাই-বোনদের মধ্যে।

FRIDAY SERMONS
MASIH IV

এমটিএ'র জন্য অনুষ্ঠান তৈরীতে লাজনাদের ভূমিকাও অপরিসীম

মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী তাঁর মেধা এবং দিনরাত পরিশ্রম দ্বারা 'এমটিএ' বাংলাদেশকে বর্তমানে একটি স্বেচ্ছাশ্রমী মিডিয়া হিসাবে রূপান্তরিত করেছেন। আজকে বাংলাদেশের গন্ডি পার হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বাংলা ভাষা-ভাষীরাও বাংলাদেশের তৈরী অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন এবং ওখানকার প্রোগ্রাম তৈরীতে পশ্চিম বঙ্গ এমটিএ বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে; এজন্য পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের আমীর মোকাররম মাশরেক আলী মোল্লা ও তাঁর জামাতা জনাব হামিদ করিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি জার্মান জামাতের বাংলা ডেস্ক প্রধান জনাব আজিজ আহমদ চৌধুরীর সার্বিক সহযোগিতার জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বর্তমানে এমটিএ'র প্রোগ্রামগুলি ডিজিটাল তথা কম্পিউটারের মাধ্যমে এডিট করা হয়। ভাবতেও অবাক লাগে 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করে আজকে এক স্বেচ্ছাশ্রমী বিশাল প্রতিষ্ঠানরূপে বাংলাদেশে এমটিএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমটিএ একটি স্বেচ্ছাশ্রমী ধর্মীয় টিভি চ্যানেল। মাঝখানে ১৯৯৭ সনের মধ্যভাগ থেকে ২000 সনের মধ্যভাগ পর্যন্ত সেক্রেটারী অডিও ভিডিওর দায়িত্ব পালন করেছেন মরহুম আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের কনিষ্ঠপুত্র জনাব হামিদুর রহমান। তিনি তাঁর পেশাগত ব্যস্ততার মাঝে সাধ্যানুযায়ী জামাতী কাজে সময় দেয়ার চেষ্টা করেছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।

হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা, লিকামা'ল আরব, ফরাসী ভাষাভাষীদের সঙ্গে হুযূর (আইঃ)-এর মুলাকাত অনুষ্ঠান, বাংলা ভাষাভাষীদের সাথে মুলাকাত অনুষ্ঠান, ভাষা শিক্ষার অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্র, চিলড্রেনস কর্ণার, হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান প্রভৃতি এমটিএ'র জনপ্রিয় অনুষ্ঠান।

এমটিএ'র অনেক নিবেদিত প্রাণ কর্মীরা দেশের খ্যাতিমান টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে কর্মরত রয়েছেন ভাল অবস্থান নিয়ে। বিদেশেও রয়েছেন অনেকে শামীম আহমদ সাগর, আতাউল মুজীব রাশেদ ও ফজলের নাম উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ্তাআলা তাদের নেক কাজের জন্য আরো পুরস্কৃত করুন।

এমটিএ বর্তমানে পাঁচটি স্যাটেলাইট যোগে সারা পৃথিবীব্যাপী ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। বাংলাদেশেও ডিজিটাল পদ্ধতির অনুষ্ঠান চালু রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে এমটিএতে যারা সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন মীর মোবাশ্বের আলী, সালাহউদ্দিন আহমদ, নাসের আহমদ, নাসিরুজ্জামান টিপু, মাসুম আহমদ কোরেসী, মোহাম্মদ নাদিম, সাইফুল ইসলাম সুমন, আলিমুল হক তনু, মোমিনুল হক (তনু), আহমদ মাযহারুল হক, আশরাফ, তৌহিদুল ইসলাম রিপন, মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের, সুলতান আহমদ, সাঈদ আহমদ প্রধান, মিসেস আমাতুর রশীদ, মিসেস রাবেয়া ইয়াসমীন, মিসেস আমাতুল কাইউম, তাদের জন্য সবার নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! ইতিহাসের শেষ নেই। আমার এই স্মৃতিচারণমূলক লেখা থেকে যদি কারো নাম বাদ পড়ে থাকে (ভুলবশতঃ), বিষয়টি তারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। মনে রাখবেন মানুষ ভুল করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্তাআলা আপনার এই নেক অবদানের কথা মনে রাখবেন। পরিশেষে বাংলাদেশের সকল আহমদীকে আমি আহ্বান জানাব, বর্তমান যুগ অবক্ষয়ের যুগ। এই অবক্ষয় থেকে রক্ষা পেতে হ'লে এমটিএ'র মাধ্যমে হুযূর (আইঃ)-কে আপনার ঘরে নিয়ে আসুন। এটাই অবক্ষয় থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম পথ। আল্লাহ্তাআলা আপনাদেরকে সবাইকে এই তৌফীক দান করুন, আমীন।